দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 20 SEP 2008
পৃ - ৭ কলাম ৭

মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে

■ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন ■

এবার এইচ.এস.সি.তে পাশের হার দেখে সবাই যেমন মহা খুশি, তেমনি উদ্বেগ অনেকের। এবারকার এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল দেখেও এমনি আনন্দ ও দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। শিক্ষাবিদগণতো বটেই, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণও উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ধাপে কোথায় ভর্তি হবে? সে মানের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথায়? বিগত জুলাই মাসে ফল প্রকাশিত এস.এস.সি পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৭০.৮১%, আর সদ্য ফল প্রকাশিত এইচ.এস.সি পরীক্ষায় পাশের হার ৭৪.৮৫%, সব কোর্স মিলিয়ে এই হার ৭৬.১৯%। গত বার ছিল ৬৫.৬০%। এবার সব বোর্ড মিলিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ হাজার ৪৫ জন। সকল কোর্স মিলিয়ে এই সংখ্যা। জিপিএ ৪-৫ এর সীমা রেখার নীচে আছে ১১৭৯২৯ জন, জিপিএ ২-৩ এর সীমা রেখায় ১১৬২৪৭ জন এবং এর নীচে নগন্য সংখ্যক। সব মিলিয়ে পাশ করেছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৭০ জন। এটাকে অভূতপুর্ব সাফল্য বলা যায়। তবে অনেকেই বলেছেন যে, পাশের গুণগত মান এভাবে নির্ধারণ করা যাবেনা। পরীক্ষার্থীরা কি জানলো, জ্ঞান ভাণ্ডারে কি নিয়ে আসলো, সেটাই বিবেচ্য। আর যারা বিষয়টির গুরুত্ব ও নিজস্ব দায়িত্ব নিয়ে ভাবেন, তারা প্রশ্ন করছেন, এই মেধাবী ও সম্ভবনাময় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পর্যায়ে পড়ার সুযোগ মিলবে কোথায়? জিপিএ-৫ই তো শুধু নয়, যারা ৪-৫ গ্রেড পেয়েছে, তারা কি ভাল ছাত্র-ছাত্রী নয়? এমন কি যারা নীচের গ্রেড পেয়েছে, তারাও তো উচ্চ শিক্ষা প্রার্থী। তারাও জাতীয় জীবনে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে দাঁড়াতে পারে। নিজেরাও ফলশ্রুতিতে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। সে সুযোগই তাদের জন্য সৃষ্টি করতে হবে। যোগ্য শিক্ষার্থী সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সহজ সরল পথ। এ পথ অবারিত রাখতে হবে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে, একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো। এবার এইচ.এস.সিতে পাশের হার আমাদের একথাই জানিয়ে দিলো যে, প্রতিষ্ঠানে ভাল সুযোগ লাভ করলে ও নিজেরা পরিশ্রম করলে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রশংসনীয় সাফল্য দেখাতে পারে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ বাড়ানো এবারকার সুফলকে জাতির অগ্রযাত্রায় সম্ভাবনাময় মূলধন হিসাবে কাজে লাগানোর প্রধান উপায়। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে সিট বাড়াবার সুযোগ রয়েছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দ্বিতীয় কোর্স শিফ্‌ট চালু করার পক্ষপাতি। এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে তাতে কল্যানের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হবে বলে আমি মনে করি। নব প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যুগোপযোগী আরও অনেকগুলো বিভাগ খোলার চাহিদা রয়েছে। বিষয়গুলোর মধ্যে আই.টি, অর্থনীতি, ফলিত রসায়ন, ভূ-তত্ত্ব, মৎস বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, ব্যবসায়নীতি, গণিত, পরিসংখ্যান, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আইন, ফার্মেসী, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এসব বিষয় আরও অধিক সংশ্লিষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞান খোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত ইনষ্টিটিউট খোলা হলে ভালো হয়। আমারতো বিশ্বাস, নব প্রতিষ্ঠিত যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিষয়গুলো খোলা হলে ১ম বর্ষ সম্মানে প্রতিটিতেই ৬০০-৬৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করতে যে খরচ হয়েছে, বর্তমান চাহিদা মোতাবেক এগুলোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও আবাসিক সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বাড়তি খরচ যোগানো অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যুক্তিসংগত।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায়কে আরও কার্যকর করতে হলে দেশে জরুরি ভিত্তিতে আরও কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে হবে। জরুরি ও সহজ পদক্ষেপ হিসাবে ঢাকাস্থ তিতুমীর কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজকে সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে পারে। একই সাথে ঘোষিত রংপুর ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করারও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সরকার। অনেকের মতে আনন্দ মোহন কলেজ, কারমাইকেল কলেজ ও বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে বেগ পেতে হবে কম। আর তাতে অবকাঠামোগত সুবিধা ও শিক্ষক প্রাপ্তির কারণে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী উন্নত ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। শিক্ষকের মান মূল্যায়ন ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই হবে যুক্তিযুক্ত।

> বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে যে হারে উন্নয়ন তহবিল ও কোর্স ফি গ্রহণ করে, তা আমাদের দেশের সাধারণ আয়ের পরিবাররভুক্ত শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের পথে এক অলঙ্ঘনীয় বাধা। দারুন আগ্রহ এবং প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারে না। আইটি ও আইন একাডেমী বা ইনষ্টিটিউটগুলোও একই ধাঁচে চলে। মেধাবী অথচ সাধারণ আয়ের পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়াবার লক্ষ্যে উন্নয়ন ফি ও অন্যান্য খরচ কমাতে হবে।

অদূর ভবিষ্যতে দেশে জেলা পর্যায়ে সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী বড় বড় কলেজগুলোকেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে জাতির অগ্রগতিরই সহায়ক।

একই বিবেচনায় সম্মান ও মাষ্টার্স ডিগ্রী প্রদানকারী বৃহদায়তন সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষাদানের যোগ্যতা বাড়াবার জন্য এবং বিজ্ঞানাগারসমূহে ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে সে যোগ্যতা তৈরীতে যথার্থই সহায়তাদান করতে পারে। মূলত এটা সরকারেরই দায়িত্ব। এসব কলেজে প্রতিটি বিভাগে যেখানে শিক্ষক প্রয়োজন ২৫/২৬ জন করে, সেখানে শিক্ষক আছেন ১০/১২ জন করে। রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান সব বিষয়েই একই অবস্থা। একই অবস্থা সরকারী কলেজগুলোতে। বেসরকারী কলেজগুলোর অধিকাংশের অবস্থা আরও করুণ। এই দৈন্যদশা দূর করার জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বল্প মেয়াদী জরুরী পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং এরূপ প্রতিটি কলেজে কিছু মঞ্জুরী বাড়ানো। দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থার মধ্যে আছে যুগোপযোগী আরও নতুন নতুন বিভাগ খোলা এবং শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা। কলেজগুলোতে গবেষণা কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এগুলোর বিজ্ঞানাগারসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানোও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম উন্নত করার পাশাপাশি এ গুলোর সব কটিতে সিট বাড়ানো এখন জাতীয় চাহিদা। কিন্তু সে লক্ষ্যে কোন ভাবেই শিক্ষার মান অবনত করা এবং শিক্ষা খরচ বাড়ানোর যুক্তি খাড়া করা যাবেনা। এ উদ্দেশ্যে একটি ঐকমত্যের মাধ্যমে এদেরকে শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষানীতির স্থায়ী অবস্থানে পৌছাতে হবে। আরও যে যে বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়বে, তা করলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মান মর্যাদাও বাড়বে এবং এরা জাতির প্রতি অধিক দায়িত্ব পালনের স্বাক্ষর রাখতে পারবে। তবে এদেরকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে যে হারে উন্নয়ন তহবিল ও কোর্স ফি গ্রহণ করে, তা আমাদের দেশের সাধারণ আয়ের পরিবাররভুক্ত শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের পথে এক অলঙ্ঘনীয় বাধা। দারুন আগ্রহ এবং প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারে না। আইটি ও আইন একাডেমী বা ইনষ্টিটিউটগুলোও একই ধাঁচে চলে। মেধাবী অথচ সাধারণ আয়ের পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়াবার লক্ষ্যে উন্নয়ন ফি ও অন্যান্য খরচ কমাতে হবে। ফলশ্রুতিতে এসব প্রতিষ্ঠান আরও অধিক সংখ্যক ও অধিক মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এবং বেসরকারী মেডিকেল কলেজ সমিতি যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না। সম্মান ও মষ্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী, অবকাঠামোগত সুবিধা সম্পন্ন এবং প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভালো আয়তনের জমিজমা সম্বলিত কোন বেসরকারী কলেজ যেখানে শিক্ষক স্বল্পতা তেমন নেই, সে সবের পরিচালনা পরিষদ যদি তাদের প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে চায়, তো শর্তাবলী কিছুটা শিথিল করে হলেও (যেমন ক্যাম্পাসের আয়তন, অনুমোদন ফি ইত্যাদি - যে গুলোর অবস্থা উন্নত করা তাদের জন্য সহজ) তাদেরকে সে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। তবে একটি শর্ত অবশ্যই আরোপ করতে হবে যে, প্রতিষ্ঠান যেন ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করে। একথা সর্বজনবিদিত যে, বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার মতো অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। প্রয়োজন শুধু শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন।

আমাদের দেশ এখনও পশ্চাৎপদ। এখানে শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয়। উচ্চ শিক্ষার হার আরও কম। কিন্তু আমাদের রয়েছে অত্যন্ত মেধাবী তরুণ ও যুব সম্প্রদায়। রয়েছে মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, দেশপ্রেম ও পরিশ্রম করার মন মানসিকতা। রয়েছে প্রচণ্ড উদ্ভাবনী ক্ষমতা। একই সাথে মনে রাখতে হবে যে, মেধাবী তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশই আসছে মধ্যবি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবার থেকে। এদে মধ্যে যে কয় হাজার শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তি হবার সুযো পায়, তাদের শিক্ষা জীবন অনেকটা শংকা মুক্ত। যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে সম্ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তাদের অধিকাংশের যে পরিণতি যাবৎ লক্ষ করা গেছে, তার উন্নতি হোক, তাদের সব জ্ঞানার্জনের যথোপযুক্ত সুযোগ পাক, তারা দেশে উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত হোক, সে লক্ষে সরকারকে কাজ করতে হবে। যে সব শিক্ষার্থী দারিদ্র্যের কারণে ভাল মানের বেসরকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং অন্যা মানসম্পন্ন বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হ পারবেনা (ধরা যাক, জিপিএ -৩ থেকে -৫ সীমারেখার মধ্যে আছে, তারাওতো মেধাবী), তাদে জন্য আমাদের কি করণীয়? উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রাগণ বিষয় অনেকটা উদারভাবে দেখবেন, সেটাই কামনা করি শিক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ এবারও বিভিন্ন কলে পাস কোর্সে, আইন কলেজে, কারিগরী ইনষ্টিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে। এভাবে দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ডিগ্রী কলেজ সমূহেও বিপুল সংখ্য শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার দ্বারস্থ হবে। প্রতি বারই হ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল মানের শিক্ষার সুযোগ সৃ করার দায়িত্ব মূলত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা সরকারের। দেশে চার ব মেয়াদী কারিগরি কোর্সসমূহ সম্পন্ন করার শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পূর্বে ছিল, এখন তা অনেকটা সঙ্কুচিত হ গেছে। কেননা, এসব কোর্সে স্নাতক ডিগ্রী পেতে হ ডিপ্লোমাধারীগণকে পূর্বে পড়াশুনা করতে হতো দু বছর, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন লাগে চার বছর অথ একই মানের বা আরও অধিক আরাধ্য স্নাত প্রকৌশল ডিগ্রী লাভ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে এই এস সি পাশের পর একজন শিক্ষার্থীকে পড়াশু করতে হয় মোট চার বছর। ডিপ্লোমাধারীগণের এ সুযোগ একমাত্র রয়েছে ঢাকা প্রযু বিশ্ববিদ্যালয়ে(গাজীপুরে, ডুয়েটে যেখানে ৪ বছ মেয়াদী স্নাতক কোর্সে নিয়মিতভাবে ভর্তির সুযো এখনও সৃষ্টি হয়নি।) এখানে ভর্তি প্রক্রিয়াও অনে কঠিন। এই সব কোর্সের জন্য যারা প্রতিযোগিতা কর তাদের অধিকাংশই আসে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিব থেকে। এদের বেশীর ভাগই ভর্তির সুযোগ না পে নিরাশ মনে ফিরে যায়, মেধার জন্য নয়, মূলত: সি সঙ্কটের জন্য। অধিকন্তু কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লো ধারীগণের জন্য অবারিত থাকে না উপযু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। তথাপি তারা বিভিন্ন ক্ষে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে নেয় এবং দেশে অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। বর্তমান বছ পাশের হার, উচ্চ শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং দেশের আ সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাই অন্যা কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযো বাড়াতে হবে। কারিগরি বিদ্যায় ডিপ্লোমাধারীদের উ শিক্ষার যে প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হলো, ত অপসারন করা এখন সময়ের দাবি।

[লেখক : চেয়ারম্যান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্ট্রি বিভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ।